: ভূমি জরিপের পূর্বে ভূমি মালিকের করণীয় : ১) সঠিক রেকর্ড প্রণয়নের স্বার্থে আপনার ভূমির আইল/সীমানা চিহ্নিত করুন। ২) দালালরা সঠিক রেকর্ড প্রণয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে অতএব দালালদের এড়িয়ে চলুন। ৩) জরিপ চলাকালিন এবং যে কোন সমস্যা ও পরামর্শে প্রয়োজনে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, পাবনা মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। ৪) জরিপ চলাকালিন আপনার ভূমির দলিল, খাজনা/ খারিজের মূল কপি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রদর্শণ করুন। ৫) আসুন সুষ্ঠু রেকর্ড প্রণয়নের স্বার্থে সকলে আন্তরিক হই।		: ডিজিটাল জরিপের সুবিধা : ১) এ পদ্ধতিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বা Information and Communication Technology (ICT) ব্যবহার করে ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং এর মাধ্যমে মৌজা নকশা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ২) এ পদ্ধতিতে আধুনিক জিপিএস, ইলেকট্রোনিক টোটাল স্টেশন (ETS), কম্পিউটার, প্লটার, প্রিন্টার, ম্যাপ স্ক্যানার, প্রসেসিং সফটওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে মৌজা নকশা ও ম্যাপ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ৩) এ পদ্ধতিতে পূর্বে কোন স্কেল নির্ধারনের প্রয়োজন হয় না। ম্যাপ প্রিন্ট করার সময় যে কোন স্কেলে তা প্রিন্ট করা যায়। ৪) ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নকশা প্রয়োজন অনুযায়ী হাল-নাগাদ করা সম্ভব হয়।		৫) ডিজিটালপদ্ধতিতে জরিপ একবার হলে তা বার বার করার প্রয়োজন হয় না। ৬) এ পদ্ধতিতে নকশায় দাগের এরিয়া স্বল্প সময়ে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ৭) এ পদ্ধতিতে তৈরী নকশায় বাহুর পরিমাপ, দাগের এরিয়া ইত্যাদি সহজে উপস্থাপন করা যায় । ৮) এ পদ্ধতিতে প্লট বেইজড খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়। ৯) এ পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা জটিলতা মুক্ত হয়ে সহজ আকার ধারণ করে। ১০) এ পদ্ধতিতে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সহজ হয় এবং জনহয়রানিহ্রাস পায়। ১১) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে জাল-জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়। --o--

মনে রাখবেন

- জরিপ চলাকালীন বদর ফি, খতিয়ান ও নকশার মূল্য ডিসিআর এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ডিসিআর বহির্ভূত সকল প্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ।
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে জমির কোন পর্চা বা ম্যাপ বেসরকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয় না ।
- মাঠ পর্যায়ে জরিপকাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক –কে অবহিত করুন।

ডিজিটাল ভূমি জরিপ

প্রচলিত জরিপ পদ্ধতির স্থলে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) নির্ভর জরিপ পদ্ধতিকে আমরা ডিজিটাল ভূমি জরিপ পদ্ধতি হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। এ ক্ষেত্রে আধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতি যেমন, জিপিএস, ইটিএস, কম্পিউটার/ওয়ার্কস্টেশন, প্রিন্টার, প্লটার, ম্যাপ, স্ক্যানার, জিপিএস ও ক্যাডাস্ট্রাল ডাটা প্রসেসিং সফটওয়্যার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে মূলত: মৌজা ম্যাপ ডাটাবেজ এবং খতিয়ান ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়।

প্রচলিত ভূমি জরিপ ও আধুনিক ভূমি জরিপের মধ্যে পার্থক্য

প্রচলিত পদ্ধতি	ডিজিটাল জরিপ
• এ পদ্ধতিতে ট্রাভার্সকৃত পি-৭০ সিট এবং ব্লু-প্রিন্ট সিটে কাজ করা হয়।	• এ পদ্ধতিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা Inrormation and Communication Tenhnology (ICT) ব্যবহার করে ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ ও প্রসিসিং এর মাধ্যমে মৌজা নকশা প্রস্তুত করা হয়।
এ পদ্ধিতিতে গান্টার টেইন, পিন, মেটাল স্কেল, গুনিয়া,একর কম, ডিভাইডার, পেন্সিল, রাবার, টেবিল, তে-পায়া ইত্যাদির সাহায্যে নকশা প্রস্তুত করা হয়।	• এ পদ্ধতিতে আধুনিক জিপিএস, টোটাল স্টেশন, কম্পিউটার,প্লটার, প্রিন্টার, ম্যাপ স্ক্যানার, প্রসিসিং সফটওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে মৌজা নকশা ও ম্যাপ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়।
• এ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্কেল নির্ধারণ করে সমতে পি-৭০ প্রস্তুত করে নকশা তৈরী করা হয়।	• এ পদ্ধতিতে পূর্বে কোন স্কেল নির্ধারনের প্রয়োজন হয় না। ম্যাপ প্রিন্ট করার সময় যে কোন স্কেলে তা প্রিন্ট করা যায়।
• এ পদ্ধতিতে জরিপ নকশা সহজে হাল-নাগাত করা যায় না।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুত নকশা প্রয়োজন অনুযায়ী হাল-নাগাদ করা সম্ভব হয়।
• ভুমি বিভাজনের কারণে নকশার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলে পুনরায় জরিপ করার প্রয়োজন হয়।	• এ পদ্ধতির জরিপ একবার হলে তা বার বার করার প্রয়োজন হয় না।
• এ পদ্ধতিতে নকশায় দাগের এরিয়া নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।	• এ পদ্ধতিতে নকশায় দাগের এরিয়া স্বল্প সময়ে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়।
• এ পদ্ধতিতে নকশার সকল তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।	• এ পদ্ধতিতে তৈরী নকশায় বাহুর পরিমাপ, দাগের এরিয়া ইত্যাদি সহজে উপস্থাপন করা যায় ।
• এ পদ্ধতিতে পারিবারিক খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়।	• এ পদ্ধতিতে প্লট বেইজড খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়।
• এ পদ্ধতিতে ভুমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল ।	• এ পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা জটিলতা মুক্ত হয়ে সহজ আকার ধারণ করে।
• এ পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক ভূমি ব্যবস্থাপনার কারণে জনহয়রানী বৃদ্ধি পায়।	• এ পদ্ধতিতে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সহজ হয় এবং জনহয়রানী হ্রাস পায়।
• এ পদ্ধতিতে একই ভূমি একাধিকবার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে জালিয়াতির সুযোগ থাকে।	• এ পদ্ধতিতে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে জাল-জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়।

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহীর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:

ওয়েবসাইট: www.zso.rajshahi.gov.bd
web mail : zsorajshahi@dlrs.gov.bd
ফোন নং- ০২৫৮৮৮০০৯৩০
ফ্যাক্স নং- ০৭২১৭৭৪৬৫৪